বিশুদ্ধ
আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঔষধ
পাইবার
বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন
প্রতিষ্ঠাতা—কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়
বি-এ, কবিরত্ন।
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত
পক্ষাঘাতের তৈল ঔষধ
এক মাস ব্যবহারোপযোগী তৈল ঔষধের
মূল্য ১৬৲ ষোল টাকা
চ্যবনপ্রাশ /১ সের ১০৲ মকরধ্বজ ১ তোলা ৬৲
দশভুজা ঔষধালয়
মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত
কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ড, ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান
ডি, এস, বোর্ড)
মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৪ঠা ভাদ্র বুধবার ১৩৫৩ ইংরাজী 21st Aug. 1946 { ১৫শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু
হিলিংবাম
সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা **স্যাণ্ডো** ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাণ্ডো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।
মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

ব্যয় নহে—সঞ্চয়
জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

নূতন বীমা—১৯৪৫
১২ কোটী টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস: কলিকাতা

কর্ম্মখালি

১৯২৪ সালে একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর নবাগত শাখার জন্য সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত ম্যানেজার, একাউণ্ট্যাণ্ট, ক্যাসিয়ার ও অর্গানাইজার প্রয়োজন। নগদ জামিন অত্যাবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে। প্রার্থিগণের ভবিষ্যতের উন্নতির আশা আছে। সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাৎ করুন।

সাক্ষাতের সময়—
সকাল—৯—১১টা।
বৈকাল—৪—৬টা।

দি ডেভাল্যপমেণ্ট অফিসার
জঙ্গিপুর ব্রাঞ্চ
অফিস ঘর—
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র রায়
রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৩ সাল

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট

বাংলার রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে শান্তিকামী, নিরীহ হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি লোমহর্ষণ পৈশাচিক অপকর্ম্মের জন্য ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখটী চিরকলঙ্কিত হইয়া সুদূর ভবিষ্যতেও কোমলপ্রাণ নরনারীর ত্রাসের সঞ্চার করিবে। কলিকাতার এই শোচনীয় দুর্ঘটনা যত আলোচিত না হয় ততই মঙ্গল। আমরা মফঃস্বলে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর আত্মীয় জ্ঞান করিয়া সুখে সুখী দুখে দুখী হইয়া বাস করি। যাহাতে এই ঘৃণ্য ঘটনা আমাদের মধ্যে সংক্রমিত না হয় ততই মঙ্গল। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, যাহাদের দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, যাহারা মানুষ হইয়া হিংস্র বন্য পশুর মত অধম হীন বর্ব্বরতার কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে যত শীঘ্র শৃঙ্খল বা পিঞ্জরাবদ্ধ করা যায়, মানবকুল তত শীঘ্রই নিরাপদ হইবে ইহা ধ্রুব সত্য। কলিকাতার আগুনের ফিন্‌কি উড়িয়া আসিয়া যাহাতে আমাদের শান্তির কুটীর দগ্ধ না করে তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উভয় সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

বহরমপুরে সাইকেল চুরি

বহরমপুরের জজকোর্ট, মুন্সেফ কোর্ট, কালেক্টরী অফিস, পুলিশ অফিস, সিভিল সার্জ্জেন অফিস, আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিস, প্রভৃতিতে সাইকেল রাখিয়া সামান্য মাত্র অসাবধান হইলে সাইকেল কিংবা সাইকেলের পাম্প, লাইট, বেল, টিউব প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ চুরি হইতেছে। পুলিশ এই সম্পর্কে কয়েকজন সাইকেল রিকসা চালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

দ্বিপত্নীক বিবাহ নিবারণ বিল

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দুদের দ্বিপত্নী গ্রহণ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটা বিল উপস্থিত করা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই বিল উত্থাপন করিয়া বলেন যে, দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী যাহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নতি চাহেন এবং পুরুষ ও নারীতে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা না চাহেন, তাঁহাদের এই বিলের বিরোধিতা করা উচিত হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, শীঘ্রই বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলও উপস্থিত করা হইবে। দ্বিপত্নী গ্রহণ বন্ধ করিতে হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। শ্রীযুক্তা লীলাবতী মুন্সী, পুনর্গঠন মন্ত্রী মিঃ পাতিল ও অন্য কয়েকজন এই বিলের আলোচনায় যোগদান করেন।

কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি স্থগিত

নয়াদিল্লীর এক প্রেসনোটে প্রকাশ, ১লা আগষ্ট হইতে সুতা ও সুতী কাপড়ের দাম সংশোধন করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট গত ৪ঠা জুলাই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। মোটা কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি অপরিহার্য্য কিনা এবং কোনও উপায়ে বৃদ্ধি না করিয়া পারা যায় কিনা, তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া দেখিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে কাপড়ের কলের মালিকদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবার জন্য স্যার আকবর হায়দরী ও স্যার আর্থার ওয়াগ শীঘ্রই বোম্বাই যাত্রা করিবেন। সেই সঙ্গে বয়ন শিল্প সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী ও ভারতে প্রস্তুতের কাজ অগ্রসর করা সম্পর্কেও তাঁহারা আলোচনা করিবেন। নূতন কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কাপড়ের দাম বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাই থাকিবে।

ডাকাতের অত্যাচার

কিছুদিন পূর্ব্বে মধ্যরাত্রে ১৫।১৬ জন লোক কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া নামুর হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত কমলাক্ষপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বস্থলী থানার সোদপুর গ্রামের গৃহে হানা দেয়। কমলাক্ষ বাবুর ৭২ বৎসর বয়স্ক পিতা তাঁহার বিধবা কন্যাদের লইয়া ঐ গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। ডাকাতেরা তাঁহাকে গুরুতরভাবে আহত করিয়া নগদে ও দ্রব্যাদিতে ১,৫০০৲ টাকার মত লইয়া সরিয়া পড়ে। আহত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় পরে মারা যান। শবব্যবচ্ছেদকল্পে তাঁহার মৃত দেহ কালনায় আনা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সংস্কৃত শিক্ষা

ভারতীয় সভ্যতাসংস্কৃতি অর্থাৎ ভারতের নিজস্ব ভাবধারাকে রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়, ইহা অতি সহজ কথা। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের ও বিষাদের বিষয় এই যে, সকলের মুখেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ-অনুরাগের খই ফুটিলেও কাহাকেও প্রকৃত কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। যাঁহাদের হাতে কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, তাঁহারাও সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে আগ্রহান্বিত নহেন। ফলে, সংস্কৃত শিক্ষা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের এবারকার সংস্কৃত পরীক্ষার ফল তাহার প্রমাণ। এবার ৯৪৮ জন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে ২৭৮ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অর্থাৎ শতকরা ৩০ জনও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পাশের হার কেন এত কম হইল, তাহা কি এসোসিয়েশন-কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন?

লালগোলাধিপতি দানবীর মহারাজা রাও সার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় সি, আই, ই, বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি

—:০:—

গত ১লা ভাদ্র রবিবার লালগোলাধিপতি দানে মুক্তহস্ত মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয় ১০৮ বৎসর বয়সে নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহারাজের দানের ইয়ত্তা নাই, তবে যতবার যত ব্যাপারে দান করিয়াছেন, ততবারই লোকের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন—"দাতা শতং জীবতু"। মহারাজের জীবনে সে আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। মহারাজা শত বর্ষের অধিক কাল অর্থাৎ কলিযুগে মানুষের পূর্ণ আয়ু উপভোগ করিয়া সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন। হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত যাবতীয় ব্রত-পার্ব্বণ ও আচার-নিয়ম পালন করিতে তিনি কোন ত্রুটি করিতেন না। তাই বুঝি ১লা ভাদ্র দিন স্থির করিয়া মহাযাত্রা করিলেন। হিন্দুমতে মাসের পয়লা যাত্রা করিলে যাত্রাকারী আর ফিরে না—সেই জন্য প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনের যাত্রাকে অগস্ত্যযাত্রার দিন বলে। মহারাজা যে আর ফিরিবেন না—একথা ধ্রুব সত্য, কেন না এরূপ দাতার অক্ষয় স্বর্গবাস সুনিশ্চিত তবুও লালগোলাধিপতি মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ তাঁহার গুণগ্রাহী মুর্শিদাবাদবাসীর নিকট চির অমর। তাঁহার নশ্বর দেহ কেহ আর দেখিতে না পাইলেও জেলার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার অফুরন্ত দানের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রত্যেক দর্শকের নয়ন-গোচর হইবে।

তাঁহার রাজধানী লালগোলার সমস্ত সদনুষ্ঠান তাঁহারই দানের ফল এ কথা বলাই বাহুল্য। এম-এন-একাডেমী নামক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

বহরমপুরে—বহরমপুর দাতব্য চিকিৎসালয় যে আজ কলিকাতার প্রসিদ্ধ মেডিক্যাল কলেজের দাতব্য চিকিৎসালয়ের অনুকরণে সর্ব্ববিধ সুবিধা সম্পন্ন হইয়াছে তাহা মহারাজার অকাতরে দানের ফলেই। কাসিমবাজার ব্যাসপুরের শিবমন্দির ও বিষ্ণুপুরের কালীমন্দির মহারাজার অর্থে সংস্কৃত হইয়াছে।

কান্দীতে—রামেন্দ্র পান্থশালা নামক হিন্দু ও মুসলমান পথিকদের জন্য পৃথক পৃথক আবাস স্থান ও তাহার সংলগ্ন স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নামানুসারে বৃহৎ জলাশয়। রণগ্রাম ব্রীজের দুই পার্শ্বে দুইটী বিশ্রামাগার মহারাজার দানের নিদর্শন।

জঙ্গিপুরে—ম্যাকেঞ্জি পার্ক নামক সুবৃহৎ উদ্যানস্থিত সুবৃহৎ জলাশয় ও বৃহৎ "ম্যাকেঞ্জি হল" নামক অট্টালিকা, হিন্দু মুসলমান অভ্যাগতগণের জন্য পৃথক পৃথক সরাইখানা ও পুষ্করিণী, বালিকা বিদ্যালয়গৃহ, জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ছাত্রাবাসের জন্য প্রকাণ্ড সৌধ প্রভৃতি সমস্তই মহারাজের দান।

লালবাগের আদালতের নিকট মোক্তার বার লাইব্রেরী মহারাজার দানের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মুর্শিদাবাদের পল্লীতে পল্লীতে জলকষ্ট নিবারণ জন্য ইন্দারাগুলি মহারাজার প্রদত্ত অর্থেই নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইতেছে। মহারাজা এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াই নিরস্ত হইতেন না। যাহাতে এইগুলি চিরস্থায়ী হয় তজ্জন্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথক পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ট্রাষ্টির হস্তে প্রভূত অর্থ দিয়া গিয়াছেন। যে অর্থের সুদ হইতে এ সবের সংস্কার হইবে।

কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদগৃহ নির্ম্মাণে তাঁহার দান বড় কম নয়। মহারাজা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ক্রয় করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করিয়াছিলেন।

মহারাজার পরলোকগমনে আজ মুর্শিদাবাদবাসীর যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবার নহে।

মহারাজার পৌত্র স্বনামধন্য সুসাহিত্যিক রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও প্রপৌত্র কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার দেবতুল্য পিতামহ ও প্রপিতামহ-বিয়োগে যে শোক পাইয়াছেন একা আমরা কেন সমস্ত মুর্শিদাবাদবাসী এবং তাঁহাদের প্রজাবৃন্দ সকলেই তাঁহাদের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা যেমন স্বর্গীয় মহারাজার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, আমরা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি—তাঁহারা যেন স্বর্গীয় মহারাজার সদ্‌গুণ ও পরমায়ুরও উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তিসমূহকে উজ্জ্বলতর করিতে সমর্থ হন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

১৯৪৬ সালের ডিক্রীজারী

৪৭৪ থাং ডিঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দেং ভোলানাথ সাহা দিং দাবি ১৮৮৯ থানা সুতি মৌজে জলঙ্গাপাড়া ৪৪ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ১৭৩

৪৮০ থাং ডিঃ ঐ দেঃ আবিজান বিবি দাবি ৩০।৵৬ থানা ঐ মৌজে ফতেউল্লাপুর ১-৩৯ শতকের কাত ৩৸৵৩ আঃ ১০৲ খং ২৯৩

৪৮১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৩।৵৬ মৌজাদি ঐ ১-৯৮ শতকের কাত ৭।০ আঃ ১০৲ খং ২০

৪৮২ থাং ডিঃ ঐ দেং কার্ত্তিকচন্দ্র দাস দাবি ৪০।০ থানা সুতী মৌজে রসুনপুর ২০১ শতকের কাত ৫।৵৯ আঃ ১০৲ খং ৫৩

২১১ থাং ডিঃ ফণিভূষণ সিংহ দিং দেং ফণিভূষণ সিংহ দিং দাবি ৩৫০।৯ থানা সুতী মোঃ ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন, সেরপুর, আলমপুর, জলঙ্গাপাড়া, সৈদপুর, সোনাপুর, চাঁইপাড়া, বাঙ্গাবাড়ী পত্তনি স্বত্ব জমা ৫৬।০ আঃ ২০০৲

৭৮২ থাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং মিছুলাল মণ্ডল দাবি ২৫৩।৵৬ থানা সুতী মৌজে উমরাপুর ২০-৪৩ শতকের কাত ৫৬।৵৯ আঃ ৫০৲ স্থিতিবান স্বত্ব

৫৩৬ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং সুরেন দাস দিং দাবি ১৯৵৬ থানা সুতী মৌজে জমি-জমা আঃ খং দেওয়া নাই

৫৩৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ইউনুস মণ্ডল দাবি ১৮।৵৯ থানা মৌজে জমি জমা আঃ দেওয়া নাই

(পর পৃষ্ঠা দেখুন)

মাত্র ৩৲ তিন টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প
ডাক মাশুল লাগে না।
প্রাপ্তিস্থান :—পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

STAMPED.
ORIGINAL.
REFUSED.
FILED.
DUPLICATE.
BOOK-POST.
URGENT.
CANCELLED.
ANSWERED.
PAID.
COPIED.
REGISTERED

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

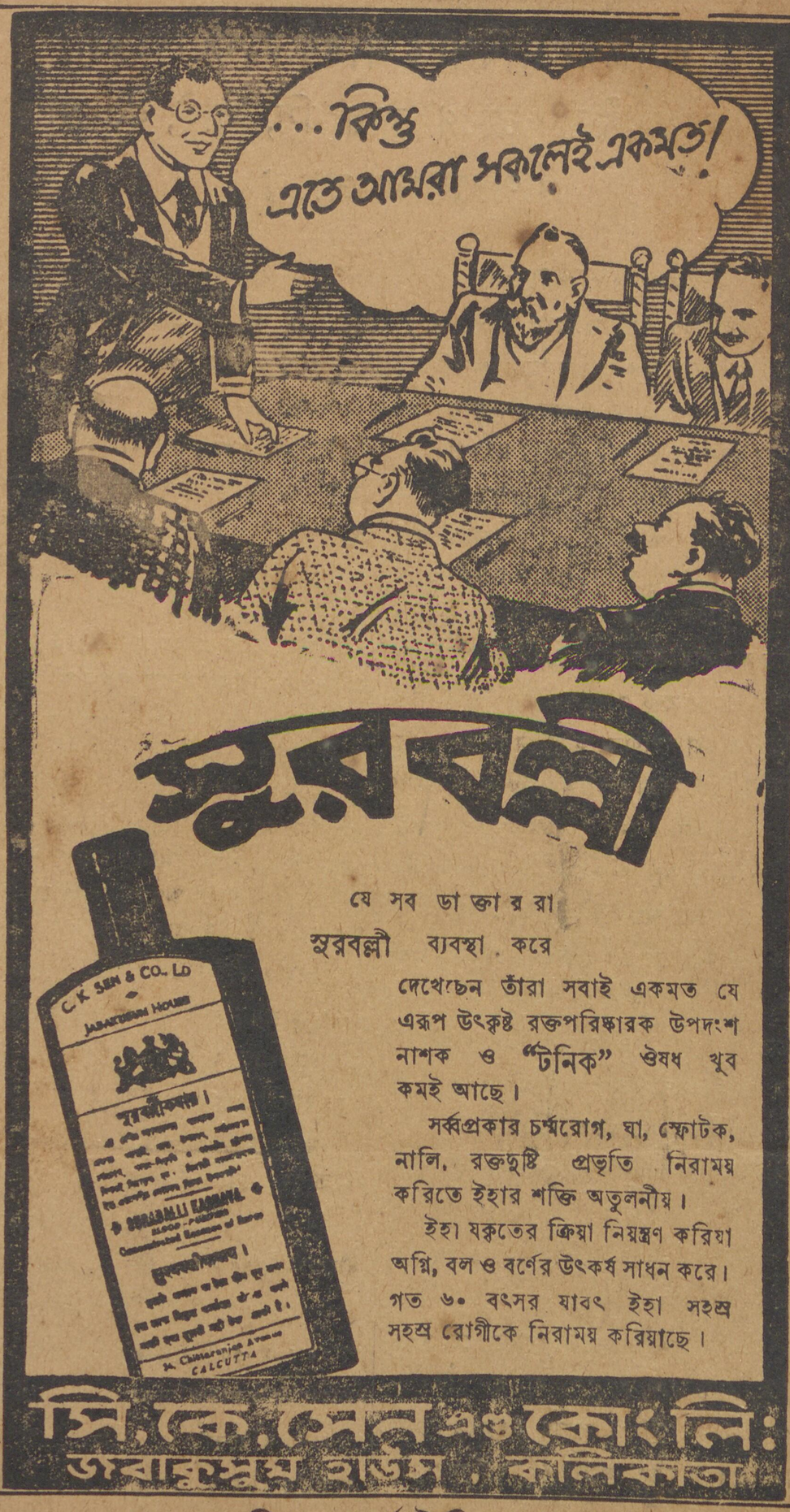

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ